

উৎসর্গ

পরমস্নেহাস্পদ

শ্রীমান বলেদ্রনাথ ঠাকুরের হস্তে

তাঁহার শুভপরিণয়দিনে

এই গ্রন্থখানি উপহৃত হইল।

২২ মাঘ, ১৩০২

নদী

ওরে তোরা কি জানিস কেউ

জলে কেন ওঠে এত ঢেউ।

ওরা দিবস-রজনী নাচে,

তাহা শিখেছে কাহার কাছে।

শোন্ চলচল্ ছলছল্

সদাই গাহিয়া চলেছে জল।

ওরা কারে ডাকে বাহু তুলে,

ওরা কার কোলে ব'সে দুলে।

সদা হেসে করে লুটোপুটি,

চলে কোন্‌খানে ছুটোছুটি।

ওরা সকলের মন তুষি

আছে আপনার মনে খুশি।

আমি বসে বসে তাই ভাবি,

নদী কোথা হতে এল নাবি।

কোথায় পাহাড় সে কোন্‌খানে,

তাহার নাম কি কেহই জানে।

কেহ যেতে পারে তার কাছে,

সেথায় মানুষ কি কেউ আছে।

সেথা নাহি তরু নাহি ঘাস,
নাহি পশুপাখিদের বাস,
সেথা শব্দ কিছু না শুনি,
পাহাড় বসে আছে মহামুনি।
তাহার মাথার উপরে শুধু
সাদা বরফ করিছে ধু ধু।
সেথা রাশি রাশি মেঘ যত
থাকে ঘরের ছেলের মতো।
শুধু হিমের মতন হাওয়া
সেথায় করে সদা আসা-যাওয়া,
শুধু সারা রাত তারাগুলি
তারে চেয়ে দেখে আঁখি খুলি।
শুধু ভোরের কিরণ এসে
তারে মুকুট পরায় হেসে।

সেই নীল আকাশের পায়ে
সেথা কোমল মেঘের গায়ে
সেথা সাদা বরফের বুকে
নদী ঘুমায় স্বপনসুখে।
কবে মুখে তার রোদ লেগে
নদী আপনি উঠিল জেগে,

কবে একদা বোদের বেলা
তাহার মনে পড়ে গেল খেলা।
সেখায় একা ছিল দিনরাতি,
কেহই ছিল না খেলার সাথি।
সেখায় কথা নাহি কারো ঘরে,
সেখায় গান কেহ নাহি করে।
তাই বুরু বুরু ঝিরি ঝিরি।
নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।
মনে ভাবিল, যা আছে ভবে
সবই দেখিয়া লইতে হবে।

নীচে পাহাড়ের বুক জুড়ে
গাছ উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে।
তারা বুড়ো বুড়ো তরু যত
তাদের বয়স কে জানে কত।
তাদের খোপে খোপে গাঁঠে গাঁঠে
পাখি বাসা বাঁধে কুটো-কাঠে।
তারা ডাল তুলে কালো কালো
আড়াল করেছে রবির আলো।
তাদের শাখায় জটার মতো
ঝুলে পড়েছে শেওলা যত।

তারা মিলায়ে মিলায়ে কাঁধ
যেন পেতেছে আঁধার-ফাঁদ।
তাদের তলে তলে নিরিবিলি
নদী হেসে চলে খিলিখিলি।
তারে কে পারে রাখিতে ধরে,
সে যে ছুটোছুটি যায় সরে।
সে যে সদা খেলে লুকোচুরি,
তাহার পায়ে পায়ে বাজে নুড়ি।
পথে শিলা আছে রাশি রাশি,
তাহা ঠেলে চলে হাসি হাসি।
পাহাড় যদি থাকে পথ জুড়ে
নদী হেসে যায় বেঁকেচুরে।
সেথায় বাস করে শিং-তোলা
যত বুনো ছাগ দাড়ি-ঝোলা।
সেথায় হরিণ রোঁয়ায় ভরা
তারা কারেও দেয় না ধরা।

সেথায় মানুষ নূতনতর,
তাদের শরীর কঠিন বড়ো।
তাদের চোখ দুটো নয় সোজা,
তাদের কথা নাহি যায় বোঝা।